দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ?

বই মেলা প্রসঙ্গে

গত সোমবার নববর্ষের প্রথম দিনে ঢাকায় শুরু হইয়াছে বই মেলা। পক্ষকালব্যাপী মেলার উদ্বোধন করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। এই উপলক্ষে জেলা শহরগুলিতেও বই মেলা আয়োজনের খবর নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। উল্লেখ্য, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকার বই মেলা গত বৎসরই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। গত বৎসর মেলার চমৎকার মূল শ্লোগান ছিল 'বই হউক নিত্যসঙ্গী।' এই বৎসর মেলার মর্মবাণী হইতেছে 'বই ব্যক্তিকে আনন্দ, সমাজকে আলো, আর দেশকে দেয় সমৃদ্ধি।' গতবারের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে এবারে মেলার আয়োজন হইয়াছে আরও বৃহত্তর কলেবরে। গতবারের মেলায় অংশ নিয়াছিল ৬৩টি প্রতিষ্ঠান। এবার ১২৪টির মত প্রতিষ্ঠান অংশ নিতেছে। বিদেশের অনেক নামী প্রকাশক সংস্থার অংশগ্রহণ এবারের মেলার অন্যতম আকর্ষণ। ইরান ও সউদী দূতাবাসও এবার মেলায় অংশ নিতেছে। তবে মেলায় মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী এবং অশ্লীল ও আপত্তিকর বইপত্র প্রদর্শন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ।

মেলার আকর্ষণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে বুক লাভার্স কর্ণার, শিশু কর্ণার, তথ্য কেন্দ্র, নামাজের স্থান, জরুরী চিকিৎসা কেন্দ্র ও সারাক্ষণ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। রক্তদান কেন্দ্র এবার মেলায় বিশেষ আকর্ষণ। দর্শকরা এই কেন্দ্রে যাইয়া রক্তদান করিতে পারিবেন। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা আছে। মেলায় অংশ নেন নাই এমন প্রকাশকরাও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের স্টলের মাধ্যমে তাহাদের বই বিক্রয়ের সুযোগ নিতে পারেন। মেলায় প্রবেশ মূল্য দুই টাকা। সিজন টিকেট দশ টাকা। তবে প্রতিদিন বিক্রীত টিকেটের লটারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের বই পুরস্কার দানের একটি বাড়তি আকর্ষণ রাখা হইয়াছে। বই মেলা উপলক্ষে গত রবিবার রাজধানীর রাজপথে অভিনব মিছিল অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মিছিলে কোন দাবী ছিল না, ছিল না হরতাল-ধর্মঘটের ডাক। বই এবং বই পড়াকে ভিত্তি করিয়াই ছিল মিছিলের শ্লোগান। বর্ণাঢ্য পোস্টার-প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল: 'বই জ্ঞানের প্রতীক,' 'আলোর প্রতীক বই,' 'আল্লাহর প্রথম বাণী: পড়' ইত্যাদি। মিছিলে ছিল না কোন ধরনের ভাংচুর বা হাঙ্গামা।

একথা অনস্বীকার্য যে, বই মেলা বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অবসানের বিষয়টিও কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনা উচিত। প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বই প্রকাশের ব্যবস্থা করাটা খুবই জরুরী। অন্যথায় বইয়ের আভ্যন্তরীণ বাজারও হাতছাড়া হইয়া যাওয়ার সমূহ আশংকা। মেলা অনেক সময় আমাদের দেশে আপদের আশঙ্কা নিয়া হাজির হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বৎসরের বই মেলা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ উপহার দিয়াছিল। এই বৎসরও বই মেলা বারোয়ারী মেলার বাজারে পরিণত হইবে না বলিয়াই আমাদের আস্থা আছে। একটি পরিচ্ছন্ন বই মেলা দেশে সৃজনশীল বইপত্রের পাঠক বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।